২৫-০৭-১৬ প্রাত:মুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি - বাচ্চারা - তোমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে, এখন তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে, তাই তোমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত পুরোনো ঘটনাকে ভুলে যাও । "

প্রশ্ন :- তোমাদের কর্মযোগী বাচ্চাদের কোন্ অভ্যাস নিরন্তর করা উচিত ?

উত্তর :- যখনই শরীর নির্বাহের প্রয়োজন হবে তখনই দেহে অবতরিত হও , আবার জাগতিক কর্তব্য সমাধা হলে দেহী অভিমানী স্থিতিতে স্থিত হও । দেহের স্মৃতি ছাড়া তো কোনো কর্মই করা যাবে না, তাই কর্ম করার জন্য দেহ - অভিমানী হও, আবার কর্ম শেষ হলে ততক্ষণাতৎ দেহী-অভিমানীর স্থিতাবস্থায় ফিরে যাও । এই অভ্যাস তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এই দুনিয়াতে কেউই করতে পারবে না ।

গীত .....সজনীরা এবার জাগো .....

ওম্ শান্তি । রুহানি বাবা বলছেন ....মিষ্টি - মিষ্টি আত্মারা , বাচ্চারা , এই গান শুনেছে । এই গান হলো জ্ঞানের গান । এই গানতো খুবই সুন্দর । তোমরা আত্মারা এখন জাগ্রত হয়েছ । এই বিশ্ব নাটকের রহস্যকেও তোমরা এখন জেনে গেছ । ভক্তি মার্গের মজা তো তোমরা দেখেই নিয়েছ । যা কিছু ভক্তিমার্গে ঘটে গেছে সবই এখন তোমাদের বুদ্ধিতে পরিষ্কার হয়ে গেছে । তোমরা এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের ইতিহাস জেনেছ । বাবা তোমাদের ৮৪ জন্মের ইতিহাস জানিয়েছেন । নতুন দুনিয়ার জন্য এ সবই নতুন কথা । বাবার কাছেই তোমরা এই নতুন কথা শুনেছ । শিববাবা তোমাদের বাচ্চাদের ধৈর্য্য ধরতে বলেন । তিনি বলেন ....বাচ্চারা, এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে গেলে পুরোনো সমস্ত কথা ভুলে যাও । ভক্তিমার্গের যে সমস্ত বেদ শাস্ত্র, পুরান ইত্যাদি আছে, এই সকলই একদিন শেষ হয়ে যাবে । নতুন দুনিয়ায় ভক্তিমার্গের কোনো চিহ্নই থাকবে না । ওখানে তো ভক্তির প্রারব্ধ ভোগ করে । বাবা এসেই ভক্তদের এই ফল প্রদান করেন । বাচ্চারা এখন জেনেছে যে বাবা কেমনভাবে ভক্তদের ভক্তির ফল দেন, ভক্তিমার্গে যে যতো বেশী ভক্তি করেছে, সে ফলও ততো ভালো পেয়েছে । জ্ঞানের পুরুষার্থও সে বেশী করে । তোমরা জানো যে তোমরা আত্মারা অনেক বেশী ভক্তি করেছিলে । যারা বেশী ভক্তি করেছে তারাই জ্ঞানের পথে তীব্র গতিতে এগিয়ে যায় এবং লক্ষ্মী নারায়ণের মতো উঁচু পদ পায় । এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ জ্ঞান আর যোগের দ্বারা । সময় অনুসারে তোমাদের দেহ-অভিমানী আর দেহী-অভিমানী দুই-ই হতে হবে । সমস্ত কর্ম করাকালীন এক শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে । দেহ ছাড়া তোমরা তো কোনো কর্মই করতে পারবে না । এই কথা তো ঠিক যে বাবাকে স্মরণ করতেই হবে, কিন্তু নিজেকে আত্মা মনে করে দেহকে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে তাহলে হবে না কারণ এই দেহের সাহায্যেই কর্ম করতে হবে । বাবার স্মরণ করলে তোমরা অনেক আনন্দ পাবে । উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে যেমন বাবাকে স্মরণ করতে হবে ঠিক তেমনই শরীর নির্বাহের জন্য খাদ্যও গ্রহন করতে হবে । আবার তোমাদের দেহী অভিমানী স্থিতিতেও থাকতে হবে ।তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এখন দেহী - অভিমানী স্থিতিতে কেউই নেই । দুনিয়ার মানুষ যদিও বা নিজেদের আত্মা ভাবে কিন্তু পরমাত্মার পরিচয় কেউই জানে না । যদিও বা তারা বোঝে যে আমরা আত্মা, আমরা অবিনাশী কিন্তু আমাদের এই শরীর বিনাশী , তবুও এইটুক বুঝলেও কোনো বিকর্ম বিনাশ হবে না । কথায় আছে পূণ্য আত্মা আর পতিত আত্মা । আমি আত্মা আর এই হলো

আমার শরীর এ তো খুবই সাধারণ কথা । আসল কথা হলো তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । শরীর নির্বাহের জন্য তোমাদের দেহ – অভিমানে তো আসতেই হবে । এই দেহকে খাদ্যও দিতে হবে । দেহ ছাড়া তো কিছুই হবে না । প্রতি জন্মে তোমরা শরীর নির্বাহ করেই এসেছো, তাই কর্ম করতে করতে তোমাদের প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই প্রিয়তমকে সঠিকভাবে কেউই জানে না । এই প্রিয়তম বাবার থেকেই তোমরা বর্ষা বা সম্পত্তি পাও আর সেই বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয় এই কথা কেউই বোঝে না । তোমরা বাচ্চারা এখন এই নতুন কথা শুনছ । তোমরা জানো যে আমরা এখন ঘরে ফিরে যাওয়ার পথ পেয়েছি । আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে তারপরে আবার নতুন রাজধানীতে আসব । বাবা যখন নতুন রাজধানী স্থাপন করছেন তখন তোমাদের তো ওখানে যাবার আগ্রহ অবশ্যই হচ্ছে । এখন তোমরা যে পথ পেয়েছ তা দুনিয়ার অন্য কোনও মানুষর জানেই না । যতই জপ, তপস্যা ইত্যাদি করুক ওইভাবে সদ্গতি পাওয়া যায় না । এই পদ্ধতিতে এই দুনিয়া থেকে স্বর্গ রাজ্যের পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়া সম্ভব নয় । এও তোমাদের বোঝা দরকার । শাস্ত্রে এর হিসাব লাখ বছরের লিখে দিয়েছে, তাই এই বিষয়ে মানুষের বুদ্ধি কাজ করে না। তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো, এতো বলতে গেলে প্রায় কালকের কথা । ভারতেই স্বর্গ রাজ্য ছিলো আর তোমরাই ছিলে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের মানুষ । দেবী দেবতা ধর্ম খুবই সুখ প্রদানকারী । ভারতের মতো সুখ আর অন্য কোনো দেশের মানুষ পাবে না । যতই তারা চেষ্টা করুক । অন্য কোনো ধর্মের মানুষ তো স্বর্গে যেতেই পারবে না । তোমাদের মতো সুখী আর কেউই হবে না । যতোই চেষ্টা করুক । প্রচুর অর্থ খরচ করলেও স্বর্গ সুখ পাওয়া সম্ভব নয় । কারোর যদি অর্থ থাকে সে আবার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নাও হতে পারে । আবার কারোর সুন্দর স্বাস্থ্য থাকলেও অর্থ নাও থাকতে পারে । এ হলো দুঃখের দুনিয়া, তাই বাবা এখন বলেন যে, আত্মারা এবার জাগো.....তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন মিলেছে । তোমরা এখন জাগ্রত হয়েছ । তোমাদের এখন এই দুনিয়ার ইতিহাস নখদর্পণে । বাবাই হলেন এই সবকিছুর জানানহার । এর মানে এই নয় যে বাবা সবার মনের কথাই জানেন । বাবা কত বুঝিয়ে বলেন । কিন্তু কোন মানুষ কতখানি পবিত্র,বাবাকে কতখানি স্মরণ করে, বাবা তা জানেন না । বাবা কেবল এই কথাই বলেন যে, তোমরা আত্মারা তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করো । এই সৃষ্টি চক্রকেও তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে । দেহী – অভিমানী তো তোমাদের অবশ্যই হতে হবে । দেহ – অভিমানী হওয়ার কারণে আজ তোমাদের এই দুর্গতি । এখন তোমাদের কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । গৃহস্হ জীবনে থাকলেও তোমাদের কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে । তোমরাই হলে স্বদর্শন চক্রধারী কারণ দেবতাদের হাতে তো শঙ্খ জাতীয় কিছুই থাকে না । এই জ্ঞান শঙ্খ তোমাদের ব্রাহ্মণদের । শিখ ধর্মের লোকেরা শঙ্খ বাজায় , তাতে অনেক জোরে শব্দ হয় । তোমরাও এখানে জ্ঞান বিতরণ করো । কিন্তু তোমাদের লাউড স্পিকারের প্রয়োজন হয় না । বড় সভাতে লাউড স্পিকার লাগে । কিন্তু তোমরা শিক্ষিকারা যখন পড়াবে তখন তোমাদের লাউড স্পিকারের কিসের প্রয়োজন । এখানে কেবল শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে । তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমাদের শিববাবা হলেন সর্বশক্তিমান । তোমরা লাউড স্পিকার লাগাও যাতে দূরের মানুষ শুনতে আসে । তারাও পরবর্তীকালে কাজে আসবে । তোমাদের এই কথা সবাইকে বলতে হবে যে মৃত্যু সবার শিয়রে । এখন সবার ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে । মহাভারতের যুদ্ধও সামনে রয়েছে । গীতাতেও এই কথা লেখা আছে যে মহাভারতের লড়াই হওয়ার ফলেই বিনাশ হয়েছিলো । তারপর কি হয়েছিলো ? পাণ্ডবরাও মৃত্যুবরণ করেছিলো । বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন, প্রথমেই যদি বিনাশ হয়ে যায় তাহলে এই ভারত খণ্ড তো খালি হয়ে যাবে । কিন্তু ভারত তো অবিনাশী খণ্ড, তাই সম্পূর্ণ খালি হয় না কখনো । তোমরা তো

জানো যে প্রলয় কখনো হয় না । তোমাদের শিববাবা হলেন অবিনাশী, তাই তাঁর জন্মস্থানও অবিনাশী। বাচ্চারা এই ভেবে খুশীতে থাকো যে তোমাদের শিববাবা হলেন সদ্গতিদাতা এবং সুখ শান্তির কর্তা । সকলেই যখন বাবার কাছে আসে, তারা বলে, বাবা, শান্তি চাই । আত্মাদের মনে এতো শান্তির চাহিদা হয় কেন ? কারণ শান্তিধামই হলো আত্মাদের ঘর । কার না নিজের ঘরের কথা স্মরণে আসে ? যদি বিদেশের মাটিতে কারো মৃত্যু হয় তাহলে সকলেই চায় এনাকে নিজের জন্মভূমিতে নিয়ে যাওয়া হোক । সকলে যদি জানতো যে সবার সদ্গতিদাতা , দুঃখের মুক্তিদাতা শিববাবার জন্মভূমি এই ভারত, তাহলে তোমাদের বাবার অনেক মান হতো । তখন সবাই এক শিবকেই ফুল নিবেদন করতো । এখন তো কতজনের উপরই ফুল নিবেদন করা হয় । যিনি সকলকে সুখ শান্তি দেন তাঁর নাম ঠিকানাই হারিয়ে গেছে । যারা বাবাকে খুব ভালোভাবে জানতে পেরেছে, তাঁরাই বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি নেবার পুরুষার্থ করবে । বাবা বলেন যে....আমার নামই হলো দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা । তিনি দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে কি করবেন । তোমরা সবাই জানো যে শান্তিধামে সবাই শান্তিতে থাকে, আর সুখধামে সুখে । শান্তিধাম এক জায়গায় আর সুখধাম এক জায়গায় । আর এ তো হলো দুঃখধাম । এখানে এখন সকলেই দুঃখে রয়েছে । এখন তোমরা জানো যে, তোমরা কিভাবে সেই সুখের দুনিয়ায় যাও যেখানে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কোনো দুঃখই থাকে না । ওই দুনিয়ার নামই হলো সুখধাম । কতো মিষ্টি এই নাম । বাবা বলেন যে, তিনি তোমাদের কোনো ধরনের পরিশ্রমই করান না । কেবলমাত্র তোমরা তোমাদের বাবা আর তাঁর বর্ষা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । আর নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । এই জ্ঞানই এখন তোমাদের বাবা শেখাচ্ছেন । সত্যযুগে এই জ্ঞান তোমাদের-আত্মাদের থাকবে যে, আমরা আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ বা দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করছি । এই স্থিতিকেই আত্ম - অভিমানী বলা হয় । এ হলো আত্মার জ্ঞান যা আর কেউই তোমাদের দিতে পারে না । আত্মাদের, আত্মার বাবা এসেই এই জ্ঞান দেন । তিনি এই জ্ঞান প্রতি ৫০০০ বছর অন্তর এসে দেন । এই দুনিয়ার মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে । তোমরা এখন জ্ঞানের আলো পেয়েছো, তাই অজ্ঞানের ঘুম থেকে জেগে উঠেছো । তোমাদের সব সজনীদের একই সাজন .....এক শিববাবা । বাবা বলেন যে .....আমি তোমাদের বাবাও, সাজনও আবার গুরুদেরও গুরু । আমি হলাম তোমাদের সুপ্রীম শিক্ষক । সর্বগুরুর সদ্গতিদাতা আমি হলাম এক সত্গুরু । আমি বলি, বাচ্চারা, আমি তোমাদের সবার সদ্গতি করি । গতির পরেই তোমাদের সদ্গতি হয় । বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন যে, প্রত্যেকটি আত্মাকেই ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মাই সতোপ্রধান থেকে সতো, রজ এবং তমো এই ধাপগুলি অতিক্রম করে । অনেক আত্মার খুবই অল্প পার্ট থাকে । তারা আসে আর যায় । যেমনভাবে মশারা জন্মায় আর মরে । এরা বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি নেয় না । বাবার থেকে আত্মারা পবিত্রতা, সুখ এবং শান্তির বর্ষা বা সম্পত্তি গ্রহণ করে । নিরাকার বাবা তোমাদের আত্মাদের বুঝিয়ে বলেন । ব্রহ্মাবাবার মুখের মাধ্যমেই তিনি বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । এই পৃথিবীতে শিববাবার মন্দির কতো উঁচু বানানো হয় । সবাই তীর্থ করার জন্য কতো দূরে যায় । এতো খরচা করে কিন্তু জ্ঞান অমৃত পান করার জন্য কোনো ব্যবস্থাই নেই । এই তীর্থযাত্রী দের জন্য সরকারকে কতো ব্যবস্থা করতে হয় । কতো পরিশ্রমও হয় । মানুষ এই তীর্থস্থানে ছোটো বাচ্চাদের কেমন করেই বা নিয়ে যাবে ? বাচ্চাদের কারোর কাছে রেখেই তারা যায়। সাথে করে নিয়ে যায় না । দু, তিন মাসের তীর্থযাত্রা তারা করে । এখানে কিন্তু তোমরা এসে এই কথা শান্তিতে শোনো । ছোটো বাচ্চারা তো এই কথা শুনবে না । তোমরা এখানে যোগ আর জ্ঞান শেখার জন্য আসো । বাবা যখন তোমাদের এই জ্ঞানের কথা শোনান তখন কোনো আওয়াজ করা উচিত নয় । আওয়াজ হলে তোমাদের মন সেই দিকে চলে যায় । যোগ তো খুবই সহজ । তোমরা যে

কাজই করো, তোমাদের বুদ্ধির যোগ যেন বাবার সঙ্গে জুড়ে থাকে । বাবার স্মরণে থেকেই তোমাদের নিজের হাতে ভোজনও তৈরী করতে হবে । তোমরা হাতে বিভিন্ন কাজ করো, কিন্তু স্মরণ একমাত্র বাবাকেই করো । এতে তোমাদেরও কল্যাণ হবে আর বাবার স্মরণে থাকার ফলে তোমাদের হাতের তৈরি খাবারও খুব সুস্বাদু হবে । তোমরা শিববাবার থেকে এই বিশ্বের বাদশাহীর অধিকারী হও । লক্ষ্মী – নারায়ণ হওয়ার জন্যই তোমরা এখানে আসো । সবাই বলে যে তোমরা সূর্য্যবংশীয় রাজা হবে । তোমরা সকলেই জানো যে তোমাদের মাম্মা – বাবা এই সময় ব্রহ্মা আর সরস্বতী । এনারাই পরবর্তী জন্মে লক্ষ্মী আর নারায়ণ হবেন । আর বাকী সবাই ভবিষ্যতে কি জন্ম নেবে সেই খবর কেউ জানে না । যেমন, নেহেরু পরবর্তী জন্মে কি হবেন সেই খবরও কেউই জানে না । যদি কেউ ভাল দান ধ্যান করে তাহলে তারা ভালো বংশে জন্ম নেয় এখন তোমরা সবই জানো । এখন এনাদের নাম হলো আদিদেব ব্রহ্মা আর আদিদেবী সরস্বতী । এরাই পরবর্তীকালে স্বর্গের মালিক হবেনা এঁদের বাচ্চারাও এঁদের সাথে থাকবে । তারাও বলবে যে আমরাও স্বর্গের মালিক হবো । এ তো সব ঠিকই হয়ে আছে । সুক্ষ্মবতন থেকেও তোমরা দেখো – দেব, দেবীর মন্দিরের সামনেও অনেক মেলা বসে । কিন্তু জগদম্বা তো একজনই । তাঁর ছবিও একটাই হওয়া চাই । তোমরা মাম্মাকেও দেখো । তোমাদের বাচ্চাদেরও অনেক ছবি আছে । যার নাম রাখা হয়েছে ....অধর কুমারী । তোমরা জানো যে এই অধর কুমারী তোমরাই হও । তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মা কুমার, কুমারী । যারা যুগল অর্থাত্ স্বামী – স্ত্রী হয়, তারাও বলে যে .....আমরাও ব্রহ্মাকুমার, কুমারী । তোমাদেরই পরে স্মরণ হয় । বরাবর তোমরাই এই জ্ঞান সবাইকে দিয়ে আসছো, যার নমুনা অর্থসহিত দিলওয়ারা মন্দিরে দেখানো হয়েছে । এই সমস্তকিছু তোমরাই বুঝিয়ে বলতে পারো । তোমরা জানো যে, তোমরা এখন এই সত্যযুগের স্থাপন কার্য করছো, এই রাজযোগের সাহায্যে বাবার শ্রীমতে চলে এই ভারতকে স্বর্গ বানানোর কাজ করছো । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি / সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১. জ্ঞান এবং যোগের উপর পুরো মনোযোগ দাও । শোনার সময় খুবই শান্ত এবং একাগ্রচিত্ত হয়ে বসো । তোমাদের কর্মযোগীও হতে হবে ।

২. বাবা তোমাদের যে ঘর বা পরমধামের পথ দেখিয়েছেন, তা সবাইকে জানাতে হবে । স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান শঙ্খও তোমাদেরই বাজাতে হবে ।

বরদান :- সমস্ত দায়িত্ব সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে আকারী আর নিরাকারী স্থিতির অভ্যাসের দ্বারা সাক্ষাত্কারমূর্ত হও ।

যেভাবে ব্রহ্মাবাবা সাকার রূপে থেকে এতোবড় দায়িত্ব সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে আকারী আর নিরাকারী স্থিতির অনুভব করাতেন, এমনভাবে তোমরাও বাবাকে অনুসরণ করো । সাকার রূপে সবাইকে ফরিস্তার অনুভূতি করাও । কেউ যদি তোমাদেরই সামনে অশান্ত, অস্থির আর ভয় পেয়ে আসে, তোমাদেরই একটি দৃষ্টি, বৃত্তি আর স্মৃতির শক্তি যেন তাদের পুরোপুরি শান্ত করে দেয় । তারা ব্যক্ত ভাবে আসবে আর তোমাদের থেকে অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করবে, তখনই তোমাদেরই সাক্ষাত্কারমূর্ত বলা হবে ।

স্লোগান :- যাদের মধ্যে সত্যিকারের দয়া আর ক্ষমাভাব থাকে তাদের দেহ বা দেহ – অভিমানের কোনো আকর্ষণ থাকে না ।